সংবাদ

01 DEC 2013

পৃঃ ২৮ কঃ ৬

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক সমিতি থেকে ছয় শিক্ষকের পদত্যাগ

প্রতিনিধি, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সমস্যার জন্য শিক্ষক সমিতিকে দায়ী করে সমিতি থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন ৬ শিক্ষক। এদের মধ্যে ৩ জন সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্য আর বাকি ৩ জন প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন 'শিক্ষক মঞ্চ'র সদস্য।

গতকাল বেলা ১১টায় শহীদ মিনারের পাদদেশে 'শিক্ষক মঞ্চ'র 'জাহাঙ্গীরনগর বাঁচাও আন্দোলনে'র প্রতিবাদী সমাবেশে উপস্থিত হয়ে এ ঘোষণা দেন তারা।

পদত্যাগকারী কার্যনির্বাহী সদস্যরা হলেন- সরকার ও রাজনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কেএম মহিউদ্দিন, চারুকলা বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মো. আমিনুল ইসলাম ও আইআইটির পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক মো. ফজলুল করিম পাটওয়ারী। পদত্যাগের ব্যাপারে তাদের

ছয় : পৃষ্ঠা : ১৫ : ২

ছয় : শিক্ষক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বক্তব্য হলো- শিক্ষক সমিতি আমাদের মতামতের বাইরেই অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদ করলেও তারা আমাদের প্রতিবাদের কোন গুরুত্ব দেননি। তবে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মো. শরীফ উদ্দিন বলেন, তাদের মতামত ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। সর্বশেষ সিদ্ধান্তেও তাদের স্বাক্ষর রয়েছে। অন্যদিকে সমিতি থেকে পদত্যাগ করা বাকি ৩ জন শিক্ষকরা হলেন সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক নাসিম আক্তার হোসাইন, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মানস কুমার চৌধুরী ও দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রায়হান রাইন। পদত্যাগের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হলো- শিক্ষক সমিতি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী স্বার্থে কাজ করায় আমরা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সমিতি এ কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা সিদ্ধান্তে অটল থাকব। এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আমরা শিক্ষকদের মতামত ছাড়া কোন কাজ করিনি। আশা করি বিষয়টি সমাধানে চলে আসবে। সমাবেশে তারা ৬টি দাবি উত্থাপন করেন। তাদের দাবিগুলো হলো- ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের সব সংগঠনের সহাবস্থান এবং সমান রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক অভিব্যক্তিকে নিশ্চিত ও ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত করে জাকসু নির্বাচন দেয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক চর্চাকে অব্যাহত রাখতে হবে, কোন গোষ্ঠী-আধিপত্য দিয়ে একে প্রতিহত করা চলবে না ক্লাস-পরীক্ষাকে সব প্রকার আন্দোলন-কর্মসূচির বাইরে রাখতে হবে। অবিলম্বে নির্বাচনের মাধ্যমে মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেট প্রতিনিধিদের হালনাগাদ করতে হবে। স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এদিকে গতকাল বিকেল ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির প্রতি 'পুনঃনির্দেশনা'র আবেদন করে ফ্যাক্সবার্তার মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রেরণ করেন এই শিক্ষক সংগঠনটি।

অন্যদিকে ১১ দিনের মতো 'শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরামে'র অবস্থান কর্মসূচির কারণে অবরুদ্ধ হয়ে আছেন দুই প্রো-ভিসি। ভিসি প্যানেলের তারিখ ঘোষণার দাবিতে তাদের এ আন্দোলনের পাশাপাশি সর্বাত্মক ধর্মঘট চলছে। তবে ক্লাস-পরীক্ষা এ ধর্মঘটের আওতামুক্ত রয়েছে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমাবেশ করেছেন তারা। এদিকে সন্ধ্যা ৬টার দিকে শহীদ মিনারের পাদদেশে প্রতিবাদী চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন 'শিক্ষক মঞ্চ'।

উল্লেখ্য, ভিসি অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন ১১ দিনের মতো চিকিৎসা ছুটিতে ঢাকায় রয়েছেন।